

ত্বাণ্ডতের ইবাদতকারী কাফের, মুশরিকদের সাথে আচরণ নীতি



যারা আল্লাহর পাশাপাশি তাণ্ডতের ইবাদত করে তারা মুশরিক এবং কাফের, তাদের বেলায় আল বারা (শত্রুতা, ঘৃণা, বিদ্বেষ) প্রযোজ্য। তাদের সাথে ঁকজন ঁমানদারের আচরণ হবে নিম্নরূপ-

১। তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহন করা যাবে না

আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়াতায়ালাহ বলেনঃ “হে ঁমানদারগন! মুমিনদের পরিবর্তে কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহন করো না। তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমান দিতে চাও?” (সূরা নিসা ৪:১৪৪)

আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়াতায়ালাহ বলেনঃ “মুমিনগন যেন মুমিনগন ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহন না করে। যে কেউ ঁরূপ করবে আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে ব্যতিক্রম যদি তোমরা তাদের নিকট থেকে

সতর্কতা অবলম্বন করা।” (সূরা আলে ইমরান ৩:২৮)

২। তাদের শাসন কর্তৃত্ব মেনে নেয়া যাবে না

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়াতাতা আলা) বলেনঃ
“আল্লাহ কখনই মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের কোন পথ রাখবেন না।” (নিসা ৪: ১৪১)

“আর তুমি কাফের এবং মুনাফিকদের কথা মানবে না ” (আল আহযাব ৩৩:৪৮)

“তিনি তাঁর রাসুলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন যেন একে সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী করতে পারেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।” (সূরা সফ ৬১:৯)

৩। তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করা যাবে না, তাদের আনুগত্য করা যাবে না যদিও তারা পিতা কিংবা ভাই হয়

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়লা বলেনঃ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা সীমালংঘনকারী”। (সূরা তাওবা ৯:২৩)

“যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরেক হয়ে যাবে”। (সূরা আন’আম ৬:১২১)

“আপনি কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের উৎপীড়ন উপেক্ষা করুন ও আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আল্লাহ কার্যনির্বাহীরাপে যথেষ্টঃ। (আহযাব ৩৩:৪৮)

৪। তারা ত্বাণ্ডত প্রত্যাখ্যান না করা পর্যন্ত তাদের নিকট থেকে কোন নুসরাহ (দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার ও রক্ষা করার জন্য বস্তুগত সর্মথন) চাওয়া যাবে না

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, “আমি একজন মুশরিক এর কাছে কখনই সাহায্য চাইবো না” (মুসলিম)

তাদের থেকে নুসরাহ নেয়া যাবে না এ জন্য যে যাদের কাছে নুসরাহ চাওয়া হয় তাদের সাথে উইলিয়া (বন্ধুত্বের) সম্পর্ক স্থাপন করা হয়, আর মু’মিনদের সাথে কাফেরদের কখনই বন্ধুত্ব হতে পারে না। নুসরাহ যে এক ধরনের উইলিয়া, যা এই আয়াতের মাধ্যমে প্রমানিত- “যেসব লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছে হিজরত করিয়াছে এবং আল্লাহরপথে জান ও মাল উৎসর্গ করিয়াছে, আর যাহারা হিজরত কারিদের (নাসারু) আশ্রয় দিয়াছে এবং তাহাদের সাহায্য করিয়াছে,তাহারাই আসলে পরস্পরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক।” (আল-আনফালঃ ৭২)

পূর্বেকার ও নিম্নলিখিত আয়াতের মত বহু আয়াতে দেখা যায় উইলিয়া (বন্ধুত্ব) মুমিনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, আল্লাহ(সুবহানা ওয়াতাতাআলা) বলেন, “প্রকৃতপক্ষে তোমাদের (বন্ধুও পৃষ্ঠপোষক) হইতেছেন কেবলমাত্র আল্লাহ, তাহার রাসুল এবং সেইসব ঈমানদার লোক যারা সালাহ কায়েম করে, যাকাত দেয়, এবং আল্লাহর সম্মুখে অবনমিত হয়।” (আল মায়েদা ৫:৫৫)

এবং “হে ঈমানদারগণ মুমিনদের কে ত্যাগ করিয়া কাফিরদের কে নিজেদের আউলিয়া (বন্ধুরূপে) গ্রহন করিও না। তোমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট সুস্পষ্ট প্রমান তুলিয়া দিতে চাও।?” (নিসাঃ ৪:১৪৪)।

অন্যান্য বহু আয়াতে নুসরাহকে ঈমানদারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, “যাহারা ঈমান আনিয়াছে, এবং নিজেদের ঘর বাড়িসমূহ আল্লাহর পথে ত্যাগ করিয়াছে (হিজরাহ) এবং চেষ্টা সাধনা করিয়াছে, আর যাহারা আশ্রয় দিয়াছে, সাহায্য করিয়াছে (নাসারু) তাহারাই খাটি এবং প্রকৃত

অসংখ্য হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, নবী (সঃ) বলেছেন তিনি সর্বপ্রথম ক্ষমতাবান আনসারদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন ।

৫। মুসলিমরা তাদের নারীদের বিয়ে করতে পারবে না

আল্লাহ (সুবহানাঙ্ ওয়া তায়ালা) বলেনঃ "তোমরা মুশরিক মেয়েদেরকে কখনো বিয়ে করবে না, যতক্ষণ না তারা ঈমান না আনিবে। বস্তুত একজন মুমিন কৃতদাসী নারী, একজন মুশরিক শরীফজাদি নারী অপেক্ষাও উত্তম, যদিও সে তোমাদের মোহিত করে।" (আল বাক্বারা ২: ২২১)।

৬। মুসলিম নারীদেরকেও তাদের সাথে বিয়ে দেওয়া যাবে না

আল্লাহ সুবহানাঙ্ ওয়া তায়ালা বলেনঃ "আর তোমাদের নিজেদের কন্যাদিগকেও মুশরিক পুরুষদের সহিত বিবাহ দিবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা ঈমান আনিবে। কেননা একজন ঈমানদার কৃতদাস একজন উচ্চবংশীয় মুশরিক অপেক্ষা অনেক ভাল, যদিও প্রথমত লোকটিকে তারা অধিক পছন্দ করিয়া থাকে। কেননা তাহারা তোমাদিগকে জাহান্নামের দিকে টানিয়া নেয়। আর আল্লাহ তাহার নিজের অনুমতিক্রমে তোমাদেরকে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান জানান।" (আল বাক্বারা ২: ২২১)

"দুঃশরিত্রের স্ত্রীলোক দুঃশরিত্র পুরুষদের জন্য যোগ্য, এবং দুঃশরিত্র পুরুষ লোক দুঃশরিত্র স্ত্রী লোকদের জন্য যোগ্য। অনুরূপ ভাবে পবিত্র চরিত্রের স্ত্রী লোকদের জন্য পবিত্র পুরুষ যোগ্য, এবং পবিত্র চরিত্রের পুরুষদের জন্য পবিত্র স্ত্রীলোক যোগ্য।" (আন নূর ২৪: ২৬)

৭। মুসলিমরা তাদের উত্তরাধিকারী হতে পারেনা, তারা মুসলিমদের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না

উসামা বিন যায়েদ (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন, “একজন মুসলিম একজন কাফিরের উত্তরাধিকারী হয় না অথবা একজন কাফির একজন মুসলিমের উত্তরাধিকারী হয় না।” (বুখারী, মুসলিম)

৮। মুসলিমরা মুশরিকদের জবাই করা গোশত খেতে পারে না

৯। মুসলিমরা তাদের পিছনে সলাত আদায় করতে পারে না

আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “তোমাদের উপর প্রত্যেক মুসলিমের পিছনে নামায আদায় বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।” (আবু দাউদ)

১০। তারা মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া যাবে না

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন, “একজন মুসলিমের প্রতি আরেক জন মুসলিমের ছয়টি কর্তব্য রয়েছে---- (একটি হচ্ছে) এবং যখন সে মারা যায় তার দাফন কর্তব্য অনুসরণ করা।” (মুসলিম)

আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন, “একজন নেককার মুসলিমের প্রতি আরেক জন মুসলিমের ছয়টি কর্তব্য রয়েছে-----সে মারা গেলে সে তার দাফন ক্রিয়া অনুসরণ করবে।” (তিরমিজি)

আল্লাহ(সুবহানাহ্ ওয়া তায়ালা) মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন, “আর তাদের কোন লোক মারা গেলে তাদের জানাযা তুমি কখনও পড়বে না, তার কবরের পাশে কখনও দাড়াবে না। কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অবিশ্বাস করেছে। আর তারা মরেছে এমন অবস্থায় যে তারা ফাসেক ছিল।” (আত তাওবা ৯ আয়াত ৮৪)

১১। মুশরিকরা যখন মারা যায় তখন মুসলিমরা তাদের জন্য ক্ষমা চাইতে

পারবেনা

“নবী ও ঈমানদারদের পক্ষে শোভা পায়না যে তাহারা মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে, তাহারা তাহাদের আত্মীয়-স্বজনই হোক না কেন; যখন তাহাদের সামনে একথা উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে যে তাহারা জাহান্নামে যাবারই উপযুক্ত।” (আত তাওবা আয়াত ১১৩)

১২। তাদের কে মুসলিম কবরস্থানে দাফন করা যাবেনা

১৩। তারা মক্কায় হারাম শরীফে প্রবেশ করতে পারবে না

আল্লাহ (সুবাহানা ওয়া তায়ালা) বলেন, “হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ মুশরিক লোকেরা নাপাক। অতএব এই বৎসরের পর যেন তারা মসজিদে হারামের পাশেও না আসতে পারে।” (আত তাওবা ৯: ২৮)

১৪। ভাত্ত্বের অধিকার ও কর্তব্য তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়

আল্লাহ (সুবাহানা ওয়া তায়ালা) বলেন, “নিশ্চই শুধুমাত্র মুমিনরা পরস্পরের ভাই।” (আল হুজরাত ৪৯: ১০)

১৫। তাদের হত্যার জন্য কিসাস নিতে একজন মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না

বর্ণিত আছে যে, আলী (রাঃ) বলেছেন, “সকল ঈমানদারদের রক্ত সমান, তাদের মধ্যে সবচেয়ে নীচতম ব্যক্তি তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে এবং তারা অন্যান্যদের বিরুদ্ধে এক হাত। একজন মুমিনকে একজন কাফিরের জন্য হত্যা উচিত নয়, অথবা কেউ চুক্তিবদ্ধ থাকলে তার চুক্তি জারি থাকা পর্যন্ত তাকে হত্যা করা যাবে না।” (আহমদ, আবু দাউদ, নাসাই ওয়াল হাকিমের গ্রেড সহীহ যেমন ইবনে হাজার আসকালানি, -----আদিলাতুল আহকাম বর্ণনা করেছেন), (কিতাবুল জিলাইয়াত নম্বর ৯৯৮)

১৬। তাদের ইবাদতের সকল কর্ম বাতিল (অকার্যকর) বলে গন্য হবে

আল্লাহ (সুবহানাছ ওয়া তায়ালা) বলেন, “তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি এই অহী অবতীর্ণ হয়েছে যে,তুমি যদি শির্ক কর তাহলে তোমার সমস্ত আমল তো বরবাদ হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।” (যুমার ৩৯:৬৫)

১৭। তাদের ঐসব বৈঠকাদিতে যোগদান করা যাবে না যেখানে দ্বীন ইসলামের কোন বিষয়ে হাসি-ঠাট্টা করে

আল্লাহ (সুবহানাছ ওয়া তায়ালা) বলেনঃ “আর কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে,যখন আল্লাহ তা’ আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রোপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। আল্লাহ দোষখের মাঝে মুনাফেক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন”। (সূরা নিসা ৪:১৪০)

আল বারার (সম্পর্কচ্ছেদের) এসব বিধান আত্মীয় স্বজন এমনকি পরিবার এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আল্লাহ

(সুবহানা ওয়া তায়ালা) বলেন, “হে ইমানদার লোকেরা, নিজেদের পিতা ও ভাইকেও বন্ধুরূপে গ্রহন করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে বেশি ভালবাসে। তোমাদের যে লোকই তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহন করবে সে-ই যালেম হইবে।” (আত তাওবা ৯ আয়াত ২৩)

“তোমরা কখনো আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী এমন লোকদের পাবে না যে তারা ভালবাসে আল্লাহ এবং তার রাসুলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে, তারা হউক না তাদের পিতা, পুত্র অথবা তাদের জ্ঞাতি-গোত্র, ইহারা সেই লোক যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন এবং নিজের তরফ থেকে একটি ‘রুহ’ দান করে তাদের শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদের কে এমন সব জান্নাতে দাখিল করবেন যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। তাতে তারা চিরদিন থাকবে।

আল্লাহতাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এরা আল্লাহর দল। জেনে রেখ আল্লাহর দলের লোকই কল্যাণ প্রাপ্ত হবে।” (আল মুজাদালাহ ৫৮: ২২)

ত্বাগুত ও তার বন্ধুদের প্রত্যাখ্যান এবং ঈমানদারদের সাথে ওয়ালার (বন্ধুত্ব) মাধ্যমেই কেবল উভয় জগতে বিজয় আসতে পারে। আল্লাহ (সুবহানা ওয়া তায়ালা) বলেন, “আর যে ব্যক্তি বস্তুতই আল্লাহ, তাহার রাসুল এবং ঈমানদার লোকদিগকে নিজেদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক বানাবে তাদের জেনে রাখা দরকার যে আল্লাহর দলই জয়ী হবে।” (আল মায়দা ৫: ৫৬)

“যাহারা সত্য অমান্যকারী তারা একে অপরকে সাহায্য করে। তোমরা (ঈমানদার লোকেরা) পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে না এলে জমিনে ফিৎনা ও চরম বির্পয় সৃষ্টি হবে।” (আল আনফাল ৮: ৭৩)

“যাহারা ঈমান আনে, তাদের ওয়ালী হচ্ছেন আল্লাহ; তিনি তাদের কে অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে ফিরিয়ে আনেন। আর যারা কুফরী করে তাদের ওয়ালী হচ্ছে ‘ত্বাগুত’ উহারা তাদের কে আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়। এরা জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।” (আল বাক্বারা ২: ২৫৭)

পক্ষান্তরে আল্লাহ বলেনঃ “যারা তাগুতের ইবাদত থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অভিমুখী হয় তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে-যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং এর মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে। উহাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং উহারাই বোধশক্তি সম্পন্ন।”

(সূরা, যুমার ৩৯: ১৭-১৮)